যুগান্তর

তারিখ 06 OCT 2013
পৃষ্ঠা 2 কলাম 16

গণিতে সৃজনশীল প্রশ্ন বাতিল দাবি

নিত্যনতুন পাঠ্যে বিপর্যস্ত শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের নবম শ্রেণীর সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী শনিবার মানববন্ধন করেছে। দুপুরে ঝির ঝির বৃষ্টির মধ্যেই জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি থেকে তারা গণিত এবং উচ্চতর গণিতে সৃজনশীল প্রশ্ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল এবং এসএসসি ও জেএসসিতে শারীরিক শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয় দুটিকে বোর্ড পরীক্ষার আওতামুক্ত রাখার দাবি জানায়। রাজধানীসহ সারাদেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলনরত সচেতন অভিভাবকদের সংগঠন 'অভিভাবক সমন্বয় পরিষদ' শিক্ষার্থীদের এ কর্মসূচিতে সমর্থন ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। পরিষদ এর আগে একই দাবিতে শিক্ষামন্ত্রী, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও মৌন অবস্থান কর্মসূচিতে সাংবাদিকদের কাছে বিতরণকৃত প্রচারপত্রে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বলেছে, গণিত ও উচ্চতর গণিতে একের পর এক 'নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন' ও 'নতুন বিষয় সংযোজন' তাদের মারাত্মক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। নিত্যনতুন পাঠ্যক্রম সংযোজন ও পদ্ধতি পরিবর্তন শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। গণিত বিষয়ে মহাসংকট তৈরি হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গণিত অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে তাদের কাছে। বর্তমানে গণিত একটি আতংকের পাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে এতে বলা হয়, শিক্ষক নেই, চর্চা বা অনুশীলন ব্যবস্থা নেই, শারীরিক কসরতের কোনোই ব্যবস্থা নেই। খেলার মাঠ, খেলার উপকরণ— কোনোই বিধিব্যবস্থা নেই, শুধু মুখস্থের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে, যা পদ্ধতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এতেও বাড়তি মানসিক চাপ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। চারু ও কারুকলা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ৮০ ভাগ স্কুলে ড্রইং বা অংকনে শিক্ষক নেই— উপকরণ নেই। তাই করে অংকনে পারদর্শিতা বা দক্ষতা অর্জন কোনো মতেই সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয় নিয়ে নতুন করে বাণিজ্য শুরু হয়েছে। অভিভাবক সমন্বয় পরিষদ সভাপতি প্রবীণশিল্পী মোঃ আবু তাহের বাবুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক দীপা সুলতানার নেতৃত্বে পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি মন্ত্রী ও সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন। মানববন্ধনে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন, আইডিয়াল, উদয়ন, অগ্রণী, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার, মতিঝিল মডেল, ধানমণ্ডি বয়েজ, নীলক্ষেত হাইস্কুলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা যোগদান করে।